খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ৫ই ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জাতিগত উন্নতিকে আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত করে এটি স্পষ্ট করেছেন যে কোন জাতি, জাতি আখ্যায়িত হতে পারে না এবং তাদের মাঝে জাতিগত সম্প্রদায়গত এবং ঐক্যের প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্যের নীতি অনুসরণ না করবে। অতএব এই নীতি অনুসরণের মাঝেই উন্নতির রহস্য নিহিত। রসূলে করীম (সা.) এই কথাও বলেছেন যে উন্নতি জামাতবদ্ধভাবে থাকার মাঝে যুগ ইমামের কথা শোনার মাঝে এবং আনুগত্যে মাঝেই নিহিত।

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) নিম্নলিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষেরও (আনুগত্য কর)। কিন্তু (কর্তৃপক্ষের সাথে) কোন বিষয়ে তোমারা মতভেদ করলে এ বিষয়টি আল্লাহ্ এবং রাসূলের সমীপে উপস্থান কর, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখ। এ হলো সর্বোত্তম (পন্থা) এবং পরিণামের দিক থেকে সব চেয়ে ভাল। (সূরা নিসা, আয়াত:৬০)

এই আয়াতে একজন প্রকৃত মুমিন সম্পর্কে একটি নীতিগত কথা বলা হয়েছে। তাকে তার আনুগত্যের বৈশিষ্ট্যকে উত্তমভাবে প্রকাশ করতে হবে, সন্দেহ মুক্ত আনুগত্য করতে হবে, ফলাও করে তুলে ধরতে হবে তার এতায়াতের বৈশিষ্ট্য, তা আল্লাহ্র এতায়াত হোক বা আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য হোক বা শাসকদেরই আনুগত্য হোক না কেন। অবশ্য সরকার যদি আল্লাহ্ এবং রাসূলের স্পষ্ট শিক্ষা পরিপন্থি কোন নির্দেশ দেয় তাহলে আল্লাহ্ এবং রাসূলের নির্দেশই অগ্রগণ্য হবে। কিন্তু যদি ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে তাহলে শাসক মুসলমান হোক বা অমুসলিম তাদের আনুগত্য বা এতায়াত আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে এক জায়গায় বলেন যে, কুরআনে নির্দেশ রয়েছে যে, **"আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম"**। উলিল আমরের আনুগত্যের স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে এখানে। যদি কেউ বলে গভর্নমেন্ট বা সরকার মিনকুম অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে থেকে শব্দে অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে এটি তার স্পষ্ট ভ্রান্তি। সরকার যে কথা শরিয়ত সম্মত বলে তা মিনকুম-এর অন্তর্ভুক্ত, তারা মিনকুম-এর অন্তর্গত। যারা আমাদের বিরোধিতা করে না তারা আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আমাদেরই লোক। তিনি বলেন যে, কুরআনের আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, সরকারের বা গভর্নমেন্টের আনুগত্য করা উচিত। এটি স্পষ্ট কুরআন থেকে যে, এ আয়াতে এদিকে ইশারা বা ইঙ্গিত রয়েছে সরকারের আনুগত্য করা উচিত বা এতায়াত করা উচিত। অতএব এ যুগের হাকাম আদাল বা ন্যায় বিচারক আর সুবিচারক মসীহ্ মাওউদ এটি স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশাবলীর পরিপন্থি যদি কোন নির্দেশ থাকে তা বাদ দিয়ে জাগতিক অন্যান্য বিষয়ে মুমিনের কাজ হল, দেশীয় আইন একশত ভাগ মেনে চলা। এই স্বর্ণালি নীতি যদি আজকের যুগের মুসলমানরা অনুসরণ করত অর্থাৎ যুগের সরকার বা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হব না, হওয়া উচিত নয়, এটিকে যদি তারা মেনে চলত তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ফেৎনা-ফ্যাসাদ আর নৈরাজ্য বিরাজমান রয়েছে তা অনেকটা দূরীভূত হতে পারে। আমি এখন এ বিতর্কে যাচ্ছি না যে, শাসকদের কতটা দোষ আর যারা শোষিত তাদের কতটা দোষ রয়েছে, আর এ কারণে উম্মতে মুসলেমা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? সেই আলোচনায় না গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যা আনুগত্যের মান, এতায়াতের গুরুত্ব, আনুগত্য না করার ক্ষয়-ক্ষতি আর ইসলামের প্রসার এবং বিস্তারের ক্ষেত্রে এতায়াতের ভূমিকা এবং এতায়াতের বিভিন্ন দিক নিজের মাঝে রাখে। এ যুগে আহমদীরাই একমাত্র সঠিক এতায়াতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে আর পৃথিবীকে দেখাতে বা বলতে পারে যে, কীভাবে মুসলমানদের সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা যায়? কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রথমে দৃষ্টিতে রাখা চাই, নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করার দিকটির উপর গুরুত্ব দেয় উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলছেন যে, অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এবং বাদশাদের আনুগত্য কর। এতায়াত বা আনুগত্য এমন একটি বিষয় যে, সত্যিকার অর্থে যদি এতায়াত করা হয় তাহলে হৃদয়ে এক জ্যোতি আর আত্মায় একটি সুখ ও আনন্দ আর জ্যোতি সৃষ্টি হয়। সংগ্রাম বা চেষ্টা সাধানার ততটা প্রয়োজন নেই যতটা এতায়াত বা আনুগত্যের প্রয়োজন রয়েছে। হাঁ, শর্ত হলো এতায়াত সত্যিকার এতায়াত হওয়া চাই। এটি একটি কঠিন বিষয়। এতায়াত বা আনুগত্যে নিজের কামনা বাসনার উপর ছুরি চালানো আবশ্যক হয়ে যায়। এছাড়া কোন ভাবে আনুগত্য বা এতায়াত করা সম্ভব নয়। কামনা বাসনা এমন একটি বিষয় যা বড় বড় একত্ববাদীদের হৃদয়ও প্রতিমায় পর্যবসিত হতে পারে, প্রতিমা বা মুর্তির রূপ ধারণ করতে পারে। সাহাবা (রা.) কতটা কৃপাধন্য ছিলেন তারা কতটা

মহানবী সা. এর আনুগত্যে বিলীন জাতি ছিলেন। এটি সত্য কথা যে কোন জাতি জাতিসত্ত্বায় রূপান্তরিত হতে পারে না তাদের মাঝে জাতিগত এবং সাম্প্রদায়িক প্রেরণা সঞ্চার করা হয় না যতক্ষণ আনুগত্যের নীতি তারা অনুসরণ না করবে। আর যদি মতোভেদ এবং বিভেদ থেকেই যায় তাহলে নিশ্চিত হতে পারো যে এগুলো পতনের এবং পশ্চাৎপদতারই লক্ষণ। তিনি বলেন যে, মুসলমানদের দুর্বলতা এবং অধপতনের কারনগুলোর মাঝে পারস্পরিক মতভেদ এবং অভ্যন্তরীন বিবাদ বিতন্ডাও রয়েছে। যদি মতভেদ ছেড়ে দেয় আর একজনের অনুগত্য করে যার আনুগত্য এবং এতায়াতের আল্লাহ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে যে কাজই করতে চায় তা হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র হাত জামাতের উপর থাকে অর্থাৎ জামাতের পক্ষে কাজ করে। এতে অন্তর্নিহিত রহস্য হলো, আল্লাহ্ তা'লা একত্ববাদ বা তৌহিদ বা ঐক্যকে পছন্দ করেন। আর এ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষন এ এতায়াত বা ঐক্য না করা হবে। মহানবী সা. এর যুগে সাহাবারা সুমহনার এবং সুচিন্তিত মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন । আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এমন ভাবে গঠন করেছিলেন যে, তারা রাজনীতির নীতিমালা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ছিলেন কেননা তারা চূড়ান্ত পর্যয়ে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর রা. এবং অন্যান্য সাহাবারা যখন খলিফা নির্বাচিত হন তখন তাদের হাতে রাজত্ব আসে তারা যত সুন্দর ভাবে এবং সুব্যবস্থার সাথে রাজত্বের বাগডোর নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদানের কত অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। কিন্তু মহানবী সা. ও তাদের অবস্থা দেখুন, যেখানে মহানবী কিছু বলেছেন তারা নিজেদের সকল মতামত এবং তাদের সকল জ্ঞান এবং বুদ্ধিজ্ঞানকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার রসুল সা. যা কিছু বলেছেন সেটিকেই অনুসরণীয় জ্ঞান করেছেন। আর জামাতের উন্নতি এমন লোকদের মাধ্যমে হয়ে থাকে যারা মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামাত আখ্যায়িত হয়ে সাহবাদের জামাতের সাথে মিলিত হওয়ার বাসনা রাখে। নিজেদের মাঝে সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি কর। আনুগত্য হলে এমনই হওয়া উচিৎ। পারস্পরিক ভালবাসা ভ্রাতৃত্ববোধ এমনই হয়ে থাকে সকল রঙ, সকল বৈশিষ্ট্যে সকল ক্ষেত্রে তোমরা সেই রঙ এবং বৈশিষ্ট্য ধারণ কর যা সাহাবাদের ছিল।

এই উদ্ধৃতিতে তিনি (আঃ) অনেক বিষয়ের পর্দা উন্মোচন করেছেন। প্রথম কথা এই যে, যেমনটি আমি পূর্বে বর্ণনা করেছিলাম। আল্লাহ তা'লার আনুগত্য কর। আল্লাহর এতায়াত কর। আল্লাহ্‌র রসূলের আনুগত্য কর এরপর উলিল আমর অর্থাৎ তোমাদের সর্দার এবং শাসকদের আনুগত্য কর। এতে সরকারের ব্যবস্থাপনাও এসে যায় এবং জামাতের ব্যবস্থাপনাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর খেলাফতের এতায়াত এবং আনুগত্য এই উভয়ের আনুগত্য থেকে বেশী গুরুত্ব রাখে কেননা খেলাফত আল্লাহ্ এবং তাঁল রসূলের নির্দেশে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে। জামাতের নেযাম বা ব্যবস্থাপনা খেলাফতের অধীনস্থ।আর এটি খেলাফতেরই সৌন্দর্য যে অনেক সময় জামাতের ব্যবস্থাপনাকে পরিচালনার জন্য নিযুক্ত কর্মী এবং জামাতের সদস্যদের সম্পর্কের মাঝে কোন ঝগড়া এবং বিবাদ দেখা দেয় খলীফায় ওয়াক্ত তখন নিজেই তার সমাধান করেন। এটি তাঁর দায়িত্বাবলীর অন্তগত বিষয়। এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিৎ আমি যেভাবে বলেছি যে খেলাফতের এতায়াত এবং আনুগত্য সরকারের আনুগত্যের চেয়ে বেশী গুরুত্ব রাখে। তো কারো এ বিষয়টি ভুল বোঝা উচিৎ নয়। খলিফায় ওয়াক্ত দেশীয় আইন সবচেয়ে বেশী মেনে চলেন এবং মানান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন যে উলুল আম্‌র বলতে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাদশাহএক বোঝায় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুগ ইমামকে বোঝায়। তো সরকারের জাগতিক নিয়মের সমান্তরালে একটা আধ্যত্মিক ব্যবস্থাপনা কাজ করে। আমরা সৌভাগ্যবান যে এই আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার অংশ। আর যুগ ইমাম প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা খেলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। যা আল্লাহ্ এবং রসূলের অনুশাসন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং চেষ্টায় রত থাকে। আর ঝগড়া এবং বিতন্ডার পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশ অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিজের আমিত্তের গলায় ছুরি চালাতে হবে। নিজের চাওয়া পাওয়াকে আল্লাহ এবং তার রসূলের ইচ্ছার অধিনস্থ করতে হবে তাহলেই এতায়াতের ক্ষেত্রে প্রকৃত মানে উপনিত হওয়া সম্ভব হবে। এরপর আধ্যাত্মিক মানকে উন্নয়নের জন্য তিনি একটি কথা যা বর্ণনা করেছেন তা হলো তিনি বলেন সংগ্রাম এবং সাধনার এতটা প্রয়োজন নেই যতটা আনুগত্যের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ যতই চেষ্টা প্রচেষ্টা সাধনা আর সংগ্রাম করুকনা কেন যদি আনুগত্য এবং এতায়াত না করে তাহলে মানুষ আধ্যাত্মিক আনন্দ, আধ্যাত্মিক স্বাদ এবং আধ্যাত্মিক জ্যোতিও লাভ করতে পারে পারে না এবং জীবনের শান্তিও আসতে পারে না। যারা নিজেদের নামায এবং ইবাদত নিয়ে অনেক গর্ব করে আর আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে যায় আর এতায়াত ছেড়ে দেয় তারা খোদার ফযল এবং কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরপর এতায়েতের সঠিক মানে উপনিত হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যা তিনি বর্ণনা করেছেন তা হলো আনুগত্যের ক্ষেত্রে আনুগত্য করতে গিয়ে কামনা বাসনার উপর ছুরি চালানো আবশ্যক। অহংকারকে পদদলিত করতে হবে। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, সাহাবারা (রাঃ) প্রকৃত এতায়াত এবং আনুগত্যের পরেই আনুগত্যের বা ইবাদতের সেই সুমহান ফলাফল লাভ করেছেন যা আজকে আমাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এক হাদীসে এসেছে তিনি (সা.) এতায়াত কিভাবে করা উচিত সে সম্পর্কে বলেন যে, হাবশি কৃতদাশও যদি তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয় তার এতায়াত এবং আনুগত্য কর। তিনি বলেন যে কিশমিশের দানার মত মাথা ধারী ব্যক্তিও যদি আমীর নিযুক্ত হয় তার আনুগত্য কর অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধির দিক থেকে যদি তার ত্রুটিও থাকে তবুও তার এতায়াত এবং আনুগত্য কর। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জাতিগত উন্নতিকে আনুগত্যের

সাথে সম্পৃক্ত করে এটি স্পষ্ট করেছেন যে কোন জাতি, জাতি আখ্যায়িত হতে পারে না এবং তাদের মাঝে জাতিগত সম্প্রদায়গত এবং ঐক্যের প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্যের নীতি অনুসরণ না করবে। অতএব এই নীতি অনুসরণের মাঝেই উন্নতির রহস্য নিহিত। রসূলে করীম (সা.) এই কথাও বলেছেন যে উন্নতি জামাতবদ্ধভাবে থাকার মাঝে যুগ ইমামের কথা শোনার মাঝে এবং আনুগত্যে মাঝেই নিহিত। এছাড়া উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। আজকে এই মূল কথাকে যদি মুসলমানেরা বুঝে তাহলে এমন মহান এক শক্তিতে তারা পরিনত হতে পারে যাদের পৃথিবীর কোন শক্তি মোকাবেলা করতে পারেনা কিন্তু আমরা যারা আহমদী আখ্যায়িত হই আমাদেরকে পূর্ন আনুগত্যের মানদন্ডে পাশ হতে হবে। আনুগত্য আধ্যাত্মিক জামাতের জন্য। আল্লাহতালা উত্তম আখ্যায়িত করেছেন আর এটি সত্য কথা আনুগত্য করলে পরিনাম শুভ হবে এর মাধ্যমে বিপ্লব আসবে। কিন্তু জাগতিক অনেক বিষয়ও দেখা যায় আনুগত্যের যে প্রেরনা তা কত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছে ইতিহাসে আমরা নেপোলিয়ন সম্পর্কে পড়ি বলা হয় ফ্রান্সের ক্ষমতার বাগডোর তিনি তখন হাতে নিয়েছিলেন যখন ফ্রান্স উন্নতির শিখর থেকে ক্রমস অধপতিত হচ্ছিল দেশ ক্রমশ পতনের দিকে যাচ্ছিল নেপোলিয়ন জনসাধারনকে বলে যতদিন তোমাদের মাঝে বিভেদ এবং অনৈক্য থাকবে তোমরা সফল হতে পারবেনা যদি এতায়াত কর আনুগত্যের সমৃদ্ধে সমৃদ্ধ হও তাহলে তোমরা জয়যুক্ত হবে উন্নতি করবে নিজেদের সত্যিকার মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে। যারা দেশের শুভাকাঙ্খি ছিল নেপোলিয়নের কথাকে শিরোধার্য করে মানে এবং তার চতুর্পাশে সমবেত হয় তাকে নেতা নিযুক্ত করে। আনুগত্যের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এমন চেতনা তিনি তাদের মাঝে স্থাপন করেছেন যে তারা সর্বদা তার চতুর্পাশে থাকত তার সব কথা শিরোধার্য করত বরং বলা হয় তারা এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে তা নেপোলিয়নের জীবনেও বিপ্লব সাধন করেছে। যদিও তিনি তাদেরকে এতায়াত করতে বলতেন তারা যখন এতায়াত করতো তা দেখে তার জীবনেও পরিবর্তন আসে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেন যে নেপলিয়ন বা তার মত অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে নেতৃবৃন্দের পিছনে সেই ঐশী সমর্থন ছিলনা যা সত্য ধর্মে পিছনে থেকে থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বিপ্লব আনয়ন করেছেন। কিন্তু বয়াত কারীদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। বয়াতের অর্থই হলো আনুগত্যের মাঝে নিজেকে বিলিন করা আর এই অর্থ এত সুমহান যে জাগতিক বিষয়ের আনুগত্য এর সামনে দাঁড়াতেই পারে না। তিনি বলেন **"আতিউল্লাহা ওয়াআতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম"** এটি এমন একটি শিক্ষা এটি এমন একটি রহস্য যে যতদিন কোন জাতি এটি অনুসরণ না করবে তারা সত্যিকার কোন ধর্মের অনুসারী হোক বা এটি সম্পর্কে অজ্ঞই থাকুক না কেন এমন জাতি কখনও সফল কাম হতে পারে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উক্তিকে আমাদের সব সময় সামনে রাখতে হবে। জাতিসত্ত্বায় পরিণত হতে হলে ঐক্য এবং আনুগত্য একান্ত আবশ্যক। এছাড়া শুধু অধপতন এবং পশ্চাদ পদতাই মানুষ দেখবে। এছাড়া কুরআনও আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছে। আল্লাহ তালা নিজেই বলেন যে **"ওয়া তাসিমু বি হাবলিল্লাহি জামিয়াওঁ ওয়ালা তাফাররাকু ওয়াযকুরু নেয়মাতাল্লাহি আলাইকুম ইযকুনতুম আদায়া ফা আল্লাফা বাইনা কুলুবেকুম ফা আসবাহ তুম বেনেয়মাতিহি ইখওয়া না ওয়া কুনতুম আলা সাফা হুফরাতিম মিনান নার আন কাদাকুম মিনহা কাযালিকা ইউ বায়্যেনাকুম আইয়াতিহি লাআললাকুম তাহতাদুন"।** অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জুকে সবাই শক্ত ভাবে আকড়ে ধর আর ভেদাভেদ কর না। তোমাদের উপর খোদার যে নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তিনি তোমাদের মাঝে প্রিতি সঞ্চার করলেন। এরপর তার নেয়ামতের কল্যাণে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি কুন্ডলির কিনারায় দন্ডায়মান ছিলে তা থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী খোলাসা করে বর্ণনা করেন। হয়ত এর মাধ্যমে তোমরা সঠিক পথের দিশা পাবে। অতএব স্পষ্ট নির্দেশ এটি আল্লাহ তালার। কিন্তু মুসলমানদের দুরভাগ্য এই স্পষ্ট নির্দেশ এবং স্পষ্ট এই উক্তি স্বত্বেও তারা ভেদাভেদের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে । খোদার যে নেয়ামত তাদের উপর বর্ষিত হয়েছে তা তারা অবজ্ঞা করেছে যে, সেই পতন এবং পশ্চাৎপদতার চরম সীমায় তারা পৌঁছে গেছে ।

হযরত মসীহ মাওদে (আ.) এর যুগ থেকেই মুসলমানেরা এই অবস্থার সম্মুখীন । তিনি বলেন, যেভাবে মসীহ মাওদ (আ.) বলেছেন, সেই যুগেই এ অবস্থা বিরাজমান ছিল , কিন্তু এখন তো অবস্থা আরো অধিপতিত হয়েছে কিন্তু বুঝেনা । হযরত মসীহ মাউদ(আ.) বলেন, যদি ভেদাভেদ এবং মতভেদ পরিহার কর আর একজনের আনুগত্য করো অর্থাৎ যুগ ইমামের এতায়াত ও আনুগত্য করো আল্লাহ তালা এই যুগে একজনকে মহানবী সা.) এর পবিত্র দাস হিসেব পাঠিয়েছেন তিনি হলেন হযরত মসীহ মাওদ (আ.) । তিনি বলেন যে, এই আনুগত্য করো তাহলে দেখবে যে, সকল কাজে কীভাবে বরকত সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তালা এদেরকে বিবেক বুদ্ধি দিন। তিনি বলেন, খোদার হাত জামাতের অনুকুলে কাজ করে, খোদার কুদরত জামাতের পক্ষে প্রকাশ পায় । মহানবী (সা.) এর বিভিন্ন উক্তিতে আমরা এটি দেখতে পাই। যতক্ষন পর্যন্ত এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হবে আল্লাহকেও পাবেনা আর অন্য সফলতাও আসবেনা, আল্লাহকেও তারাই পায়। তওহীদ বা ঐক্যের বা একত্যবাদের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম তারাই বোঝে যাদের ভিতর একথা থাকে। তাই শুধু এ কথা নিয়েই আনন্দিত হলে চলবেনা যে , আমরা বয়আত করেছি । বয়আতের প্রকৃত মান অর্জন আবশ্যক । আর বয়আতের অর্থ সেটিই যা বয়আতের শাব্দিক অর্থ থেকে বুঝা যায়। তা হলো নিজেকে বিক্রি করে দেয়া বিকিয়ে দেয়া । কেবল তবেই খোদার কৃপাভাজন হতে পারবো । হযরত মসীহ

মাওদ(আ.) , হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.) এর দৃষ্টান্ত দিয়ে এবং অন্যান্য সাহাবাদের সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে উল্লেখ করে এটিই স্পষ্ট করেছেন যে তাদের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সঠিক , জাগতিক এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাদের ছিলো । আর সময়ে তাদের এ সকল প্রজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে আর বড় মুন্দর ভাবে তারা সুচারুরুপে রাজত্ব করেছেন । কিন্তু মহানবী(সা.) এর জীবনে এমন মনে হতো যে, তারা যেন কিছুই জানেনা । পূর্ন আনুগত্য এবং নির্দেশনাবলী মেনে চলা ছিলো তাদের দৈনন্দিন রীতি । নিজেদের সকল মতামত, বুদ্ধি এবং মেধাকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করতেন। পৃথিবী দেখেছৈ যে, সাহাবারা কীভাবে পৃথিবীর নের্তৃত্ব দিয়েছেন । এই শিক্ষাই ছিলো যার ফলে খেলাফতে রাশেদার যুগে আনুগত্যের সুমহান দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ইতিহাসে একটা ঘটনা আমরা দেখতে পাই, হযরত আবূ উবায়দা (রা.) এর বুদ্ধি, মেধা , স্বার্থহীনতা এবং জাতিগত স্বার্থকে অগ্রগন্য করার দৃষ্টান্ত এটি । হযরত আবূ উবায়দা (রা.) যুদ্ধকালে হযরত উমর (রা.) এর পত্র পেয়েছেন যাতে হযরত আবু বকরের (রা.)এর ইন্তেকালের কথা তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে অপসারণ করে হযরত আবু উবায়দাকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন। হযরত আবূ উবায়দা (রা.) হযরত খালেদকে বৃহত্তর জাতিগত স্বার্থের নিরিখে ততক্ষন তাকে এটি অবহিত করেননি যতক্ষন পর্যন্ত দামেস্কবাসীদের সাথে চুক্তি হয়নি। আর চুক্তিপত্রে দামেস্কবাসীদের সাথে শান্তির চুক্তিপত্রে দস্তখত করিয়েছেন খালিদ বিন ওয়ালিদের হাতে । হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ পরে যখন এটি জানতে পেরেছেন যে, আমাকে তো অপসারণ করা হয়েছিল আর তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি অর্থাৎ খালিদ বিন ওয়ালিদ অভিযোগ করেন । কিন্তু আবূ উবায়দা সেটিকে অবজ্ঞা করেন এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের কার্যক্রমের ভুয়সি প্রসংশা করেন । ইসলামী মুসলমান জেনারেল হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ তখন খেলাফতের আনুগত্যের সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলেন যে, হে মানবমন্ডলী! এই উম্মতের আমীন তোমাদের সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন । হযরত আবূ উবায়দকে মহানবী (সা.) আমীন উপাধী দিয়েছিলেন। হযরত আবূ উবায়দা (রা.) প্রত্তুত্যরে বলেন যে, আমি মহানবী (সা.) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, খালেদ আল্লাহর একটি তরবারী । আর গোত্রের সর্বোত্তম যুবক । তো এ ছিলো স্বানন্দে যুগ খলীফার সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করা। আজও অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে। সচরাচর দেখা যায় না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাতের ভিতরে এতায়াতের সুগভীর প্রেরণা রয়েছে কিন্তু কিছু লোক এমনও আছে তাদেরকে যখন কোন পদ থেকে অপসারন করা হয় তারা প্রশ্ন করে কেন অপসারন করানো হলো, কী কারনে সরানো হয়েছে, কী ত্রুটি ছিলো আমাদের? ইতিহাস যে দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরে এটি যদি সামনে রাখা হয় তাহলে কখনও এ ধরনের প্রশ্ন মাথায় দানা বাঁধতে পারে না বা এমন প্রশ্ন উঠার কথা নয়।

সুতরাং এটি অনেক বড় একটি দায়িত্ব এক আহমদীর। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়াত করার পর **আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর্‌রসূল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম** এর এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যা পৃথিবীর মনযোগ নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে। এই অস্ত্রের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর মন জয় করতে পারব। আর এর মাধ্যমেই পৃথিবীকে আল্লাহ্ এবং রসূলের পবিত্র চরণে উপস্থিত করতে পারব। এর শক্তিতে বলিয়ান হয়েই পৃথিবীকে পথের দিশা দিতে পারব। পৃথিবীর ফিতনা ফাসাদ এবং নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে পারব। কেননা আমি যেভাবে বলেছি আমাদের কাছে কুরআনের আকারে খোদাতা'লার আদেশ নিষেধ রয়েছে যা আমাদের জন্য অনুসরনীয়, অনুকরনীয় এবং আমাদের কাছে মহানবী (সা.) এর উত্তম আদর্শ রয়েছে, অনুসরনীয় আদর্শ রয়েছে যার আনুগত্য করা, যার এতায়াত করা আমাদের জন্য আবশ্যক করা হয়েছে। আমাদের মাঝে **উলীল আমরের** আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনাও রয়েছে যা আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশের প্রতি সবসময় মনযোগ আকর্ষণ করে থাকে ।

তাই আমাদের মাঝে এবং অন্যদের মাঝে একটা স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করতে না পারার কোন কারন নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই সুযোগ এবং তৌফীক দান করুন, সেই সামর্থ্য দিন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা রয়েছে সেই প্রত্যাশা যেন পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar,Bangla (05-12-2014)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To

.....

.....

From :Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar hazipur, Diamond Harbour,743331,24 parganas(s),W.B